দর্শনায় দীর্ঘ ১৭ বছর জমি দখলের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার সুলতানপুর গ্রামে জমি জবরদখল, নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে দর্শনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজগর টগর, তার ছোট ভাই ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু এবং স্থানীয় চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলমসহ এদের যোগসাযসে দীর্ঘ ১৭ বছর জবর দখল করে রেখেছে।

এসব ঘটনার কারণে প্রায় ১৭ বছর ধরে নিজ গ্রাম ছেড়ে জীবননগরে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছেন বলে অভিযোগ করেছেন আনারুল ইসলাম নামের এক কৃষক। তার দাবি, পৈতৃক ও ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া জমি দখল করে নেওয়ার পাশাপাশি তাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়েছে। এ ঘটনায় একাধিক মামলা-মোকদ্দমা হলেও তিনি এখনো জমি ফিরে পাননি।

ওই ব্যক্তি হলেন সুলতানপুর গ্রামের মৃত ইসাহাক দফাদারের ছেলে মো. আনারুল ইসলাম। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে দর্শনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ তুলে ধরেন।

লিখিত বক্তব্যে আনারুল ইসলাম জানান, সুলতানপুর ও কামারপাড়া মৌজায় তাঁর এবং তার ছয় বোনের নামে থাকা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। তার অভিযোগ, প্রায় ১৬ থেকে ১৭ বছর আগে স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জোরপূর্বক তাদের জমি দখল করে নেন। জমি উদ্ধারের চেষ্টা করেও প্রতিকার না পেয়ে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে তিনি গ্রাম ছেড়ে জীবননগর উপজেলার নারায়ণপুর এলাকায় বসবাস শুরু করেন।

আনারুলের দাবি, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে তাকে বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি দেখানো ও নির্যাতন করা হয়েছে। প্রাণনাশের আশঙ্কায় নিজ বসতভিটা ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন পরিবার ও নিজস্ব জমিজমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জমিসংক্রান্ত একাধিক দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার কথা উল্লেখ করেন। লিখিত বক্তব্যে মামলার নম্বর ও বিভিন্ন আদালতের রায়ের তথ্য তুলে ধরে আনারুল দাবি করেন, জমির মালিকানা ও দখল নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া চললেও বাস্তবে তিনি তার জমির অধিকার ফিরে পাননি। আদালতের রায় ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের আলোকে বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করে দেখার দাবি জানান তিনি।

আনারুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে দেশে জনবান্ধব সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। এ পরিস্থিতিতে তার নামে থাকা দলিল এবং ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া জমির কাগজপত্র যাচাই করে দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চান তিনি। একই সঙ্গে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও দাবি জানান।

দামুড়হুদায় জমি দখল নিয়ে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানাধীন গোবিন্দহুদা গ্রামের কলুপাড়ায় পূর্ববিরোধের জেরে দখলীয় জমিতে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে জমি দখলের চেষ্টা, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. মনিরুজ্জামান (উজ্জ্বল) বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, অভিযোগকারী মো. মনিরুজ্জামান (উজ্জ্বল) (৩১), পিতা- মৃত ফকির বিশ্বাস, সাং- গোবিন্দহুদা (কলুপাড়া)। তিনি উল্লেখ করেন, বিবাদীদের সঙ্গে তার পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। এ নিয়ে আদালতে একটি পিটিশন মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং আদালত উভয় পক্ষকে স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযোগে তিনি আরও বলেন, আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ১৮/০৮/২০২৬

খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল আনুমানিক ৭টা ৩০ মিনিটের সময় বিবাদীরা গোবিন্দহুদা কলুপাড়ায় তার দীর্ঘ ৬০-৬৫ বছরের ভোগদখলীয় নালিশি জমিতে এসে জোরপূর্বক তারকাঁটার বেড়া দিয়ে দখলের চেষ্টা করেন। ওই জমির ভেতরে গোসলখানা, বাথরুম, রান্নাঘর, সীমানাপ্রাচীর, সবজির বাগান ও ফলজ গাছ রয়েছে।

এ সময় তিনি, তার স্ত্রী মোছা. মনিরা খাতুন (২৫)সহ পরিবারের লোকজন বাধা দিলে বিবাদীরা তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এবং এলোপাতাড়িভাবে কিল, ঘুষি ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলাফোলা জখম করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত স্ত্রীকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়।

অভিযুক্ত বিবাদীরা হলেন ১. মো. আশরাফুল ইসলাম ঝন্টু (৪৫), পিতা- মৃত ইলাম বিশ্বাস, ২. মো. আমিন বিশ্বাস (১৯), পিতা- মো. রানা বিশ্বাস, ৩. মো. শাকিল (২৩), পিতা- মো. খোকন বিশ্বাস, ৪. মো. রাকিব (২৩), পিতা- মো. আশরাফুল ইসলাম ঝন্টু; ৫. মোছা. বিউটি খাতুন (৩৫), পিতা- মো. মোলাম বিশ্বাস; ৬. মোছা. রাশিদা খাতুন (৪০), স্বামী- মো. মিলন বিশ্বাস; ৭. মোছা. কবিতা খাতুন (৪০), স্বামী- মো. রানা বিশ্বাস। সবার ঠিকানা- গোবিন্দহুদা (কলুপাড়া), থানা- দামুড়হুদা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা।

এ ঘটনায় সাক্ষী হিসেবে মোছা. চম্পা খাতুন (৪০) ও মো. মিজানুর রহমান (৪৫)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর দাবি, বিবাদীরা যেকোনো সময় তার ও তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারেন। পারিবারিক আলোচনার কারণে থানায় অভিযোগ দিতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে চাচাতো দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামে আপন চাচাতো দুই ভাই দলবল নিয়ে ধানি জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী পরিবার স্থানীয় প্রশাসন ও থানায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন, বেলগাছী মালিথাপাড়ার ভেকু মালিথার ছেলে রাজু
(৩৮) এবং আজিবার মণ্ডলের ছেলে বাবলু রহমান (৪০)।

ভুক্তভোগী পরিবারের বরাতে জানা যায় , দীর্ঘদিন ধরে আজিবার মণ্ডল ও তার ভাই তফেলউদ্দিনের পরিবারের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের স্বজনদের উপস্থিতিতে পারিবারিকভাবে জমি ভাগ-বণ্টন নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু দুই ভাই মারা যাওয়ার পর আবারও জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

প্রবাসী মঞ্জু রহমান (তফেলউদ্দিনের ছেলে) অভিযোগ করে বলেন, আমার বাবার নামে রেজিস্ট্রি করা জমি জোর করে দখল করা হয়েছে। আমি বিদেশে থাকায় সেই সুযোগ নেওয়া হয়েছে। জমিগুলো এক বছরের জন্য চাষাবাদের উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে বন্দোবস্ত দেওয়া ছিল। তারা ইতোমধ্যে জমি প্রস্তুতও করেছিলেন। কিন্তু আমার চাচাতো ভাই রাজু ও বাবলু দলবল নিয়ে এসে জমি দখল করে নেয়। বাধা দিলে ভয়ভীতি ও মারধরের হুমকি দেয়।

জমির খতিয়ান ও দাগ নম্বর উল্লেখ করে মঞ্জু রহমান আরও জানান , ৭৮ নং বেলগাছী মৌজার আরএস খতিয়ান নম্বর ২৫৯২-এর দাগ নম্বর ১১৮৯৯ , আরএস খতিয়ান নম্বর ২৫৯৩-এর দাগ নম্বর ১৬১৩২, ১৬২৫২ ও ১৬৪৪১ এই দাগগুলোর জমি তার বাবার নামে ক্রয়কৃত। তবুও ফুফুদের জমির দাবি তুলে ওই দাগগুলোর জমি জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান , ঘটনার পর থেকে গ্রামজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তারা বলেন , উভয় পক্ষের

দীর্ঘদিনের এই জমি বিরোধ গ্রামের শান্তি নষ্ট করতে পারে।

স্থানীয় এক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, এলাকায় এর আগেও জমি বিরোধ হয়েছে, কিন্তু এবার পরিস্থিতি অনেক বেশি ভয়াবহ হতে পারে। দু’পক্ষের কাউকেই বাড়ি থেকে বের হতে দেখা যাচ্ছে না। যে কোনো সময় সংঘর্ষ বাঁধতে পারে। প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এক কৃষক জানান , ওই জমিতে ইতিমধ্যে চাষের কাজ শুরু হয়েছিল। দখলের পর এখন সব কাজ বন্ধ রয়েছে। চাষিরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। আমরা দ্রুত নিষ্পত্তি চাই, নইলে গ্রামে বড় অশান্তি হতে পারে। আরও কয়েকজন গ্রামবাসী অভিযোগ করেন , রাজু তাদের লোকজন নিয়ে গ্রামে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না।

অভিযুক্ত বাবলু ও রাজু আলী সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তা সম্ভব হয়নি এবং বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানান , তিনি উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও থানাকে জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী পরিবার আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন। তারা প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত ও ন্যায়বিচার কামনা করেছেন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে জমি দখল, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে জোরপূর্বক বাড়ি ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভুগী বিএনপি কর্মী মজিদুল ইসলাম ও তার ভাই মহিরুল ইসলাম। আজ শুক্রবার সকাল ১১ টায়

গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম ভাঙ্গিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন পলাশ গাড়াবাড়িয়া অঞ্চলে ভয় ভীতি দেখিয়ে জমি দখল, চাঁদাবাজি, হামলা মামলার হুমকি ও সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সহ নানা অপকর্ম করছেন। তার অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আর মেহেরপুরে শিবির করে। এখন গ্রামে নব্য বিএনপি সেজেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভুগীরা আরো অভিযোগ করে বলেন, জেলা জামায়াতের সাবেক সাধারন সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমানের কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে সাড়ে ১৬ শতক ক্রয় করে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে গাছগাছালি লাগানো ছিলো। আমার মালিকানাধীন জমির সকল বৈধ কাগজপত্র ও রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও সাজ্জাদ হোসেন পলাশ আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ার কারণে আমার প্রতিপক্ষ মকলেছুর রহমান ও আবুল কালাম সহ তাদের ক্যাডার বাহিনী আমার জমি জোরপূর্বক ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করে দখল করেছে। এতে আনুমানিক ৫/৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার করার কারনে মামলা তুলে নিতে নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছে। হুমকির কারণে আমি এবং আমার পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছি। যেকোনো সময় আমাদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলা কিংবা অন্য কোনো ধরনের হয়রানির আশঙ্কা করছি। এ কারণে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি না। আমি সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি।

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় জমি দখলের চেষ্টা ও পেঁপে গাছ কর্তনের

অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামে প্রায় ছয় যুগেরও বেশি সময় ধরে ভোগদখলে থাকা জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কর্তন এবং লাগানো ঘাস কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নজু গংয়ের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিরাজ করছে। ঘটনার পর সুষ্ঠু বিচার ও পারিবারিক নিরাপত্তা চেয়ে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দলিল সূত্রে জমিটির মালিক বাবর আলীর সন্তানরা। তবে কয়েক মাস ধরে আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণের সঙ্গে অপর পক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং থানায় বসে আপস-মীমাংসাও করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জমির মালিকানা ও দখল নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধের জেরে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

ভুক্তভোগী বাবর আলীর ওয়ারিশ মো. রাজু আহমেদ জানান, তার বাবা ও চাচারা তাদের বড় চাচা মো. জাবের আলীর কাছ থেকে সাব-কবলা রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে মোট ৪.৪৩ একর জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন। প্রায় ৭৪ বছর ধরে ওই জমি তাদের পরিবার শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছে এবং সেখানে চাষাবাদ করছেন।

কিন্তু একই গ্রামের আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণ মো. নজরুল ইসলাম (নজু), মো. আহসান হোসেন (আসান), মো. বাদল, মো. আব্দুর রাজ্জাক, মো. সাইদুল, মো. সাইফুল, মো. শরিফুল ইসলাম (শরীফ), মো. আসাদুল ইসলাম, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (তেলু), মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. আরিফুল ইসলাম ও মো. ছানোয়ার হোসেন (ছানু) ২০২৫ সালের আগস্ট মাস থেকে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বিবাদীরা একাধিকবার জমিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করেছে, চাষাবাদে বাধা দিয়েছে এবং বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছে। তবে তারা যদি প্রকৃত মালিক হয়, তাহলে কাগজপত্র দেখিয়ে আইনি বা সামাজিকভাবে বিষয়টি সমাধান করতে পারে। কিন্তু ফসল নষ্ট

করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিযোগে বলা হয়, গত শুক্রবার ছয়ঘরিয়া মাঠে বিবাদীরা জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালায় এবং জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কেটে ও লাগানো ঘাস তুলে নিয়ে যায়।

এর আগে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজু, তার বাবা আব্দুর রশিদ ও চাচাতো ভাই মিলন জমি চাষ করতে গেলে নজু গংয়ের লোকজন সেখানে গিয়ে তাদের মারধর করে জোরপূর্বক জমি থেকে বের করে দেয় এবং চাষাবাদ বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ করা হয়।

এছাড়া ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পারকৃষ্ণপুর মৌজার ময়না গাড়ি মাঠে অবস্থিত আরেকটি জমিতে একইভাবে আব্দুর রশিদ, রাজু ও মিলনকে মারধর করে জমি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অবৈধ ভূমি দখলের বিষয়টি স্থানীয় থানা বিএনপির সভাপতির কাছে জানানো হলে তিনি গত ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। ভুক্তভোগীরা তাদের বৈধ দলিল উপস্থাপন করলেও অভিযুক্ত পক্ষ জমির মালিকানার কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি বলে দাবি করা হয়। এ সময় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অভিযুক্তদের অবৈধভাবে জমি দখল থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন।

পরে নিরুপায় হয়ে ভুক্তভোগীরা ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে আইনগত সহায়তা চান। পুলিশ সুপার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পরে থানায় উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করে বাবর আলীর ওয়ারিশদের দখলে জমি থাকবে মর্মে আপস-মীমাংসা করা হয়।

তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আপসনামায় স্বাক্ষরের পরও বিবাদীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে পুনরায় জমিতে চাষাবাদে বাধা দিচ্ছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে ভুক্তভোগী পক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ও ১০৭ ধারায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযুক্ত নজু বলেন, “আমাদের জমি ফাঁকি দিয়ে তারা কাগজপত্র করে দীর্ঘদিন ভোগদখল করে আসছিল। এখন আমরা কাগজপত্র পেয়ে আমাদের পাওনা জমি দখলে নিয়েছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানে ভুক্তভোগী ও এলাকাবাসী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে সরকারি লিজকৃত জমি দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর মৌজায় সরকারি লিজ নেওয়া দেড় শতক জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে পাশ্ববর্তী জমির মালিকদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় লোকনাথপুরের মৃত আক্কাস আলী শাহ’র স্ত্রী সায়রা খাতুনের (৭২) পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, সায়রা খাতুনের পক্ষে মৃত আব্দুল হালিমের ছেলে মিরাজ আলীর স্ত্রী মোছা. হালিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং পি-৮৭০/২৫)। মামলায় উল্লেখ করা হয়, ২০১২ সালের ৫ জুন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদেশে ০.০১৫০ একর (দেড় শতক) সরকারি জমি লিজ নেওয়া হয়। এরপর থেকে সেখানে ঘর নির্মাণ করে তারা বসবাস করে আসছেন।

মামলার আরজিতে আরও বলা হয়, লোকনাথপুর মৌজার ১০ নম্বর খতিয়ান, আরএস ৪৩৯৩ দাগভুক্ত ০.১০ একর জমির মধ্যে উক্ত লিজকৃত জমি অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে দ্বিতীয় পক্ষ হাসিবুর শাহসহ কয়েকজন

উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ বেআইনিভাবে জমিতে প্রবেশ করে ইটের প্রাচীর নির্মাণ শুরু করে এবং বাড়ির একমাত্র চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পরে টহলরত দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রাস্তা খুলে দেন। ভূমি অফিসের কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার ও এসিল্যান্ডও প্রাচীর নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানা গেছে।

তবে অভিযোগ রয়েছে, প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে পুনরায় প্রাচীর তুলে জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগে প্রথম পক্ষকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে। এ ঘটনায় আদালত থেকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ধারা জারি করা হয়েছে বলে বাদীপক্ষ জানিয়েছেন।

অভিযোগের পর চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের দায়িত্ব দেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশকে।

স্থানীয়রা জানান, সরকারি লিজ নেওয়া জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এক পক্ষ লিজগ্রহীতা হলেও অন্য পক্ষ জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করছে বলে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভুক্তভোগী সায়রা খাতুনের পক্ষে হালিমা খাতুন দাবি করেন, নিয়ম মেনে সরকারের কাছ থেকে জমি লিজ নেওয়া হয়েছে। এখন বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও দখলচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইটের প্রাচীর দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখল চেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে ক্রয়কৃত জমির ফসল কর্তন, জমি দখলে বাঁধা প্রদান এবং হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার কদর ও তার সহযোগী জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে। যার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভূগী ইস্তাদুল হক।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ইস্তাদুল হক তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর কালেক্টরীর অধীন ১৯ নং দক্ষিণ শালিকা মৌজার অন্তর্গত আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক ও আরএস-৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমি আরএস- ৬৬০ খতিয়ানে এবং আরএস-৩০৭২ দাগে ২০ শতক আরএস- ৪৬০ নং খতিয়ানে জমির মালিক তাহাজ উদ্দিন সেখ। তাহাজ উদ্দিন সেখ মারা গেলে তার মেয়ে ছায়রা খাতুন, আমিরন নেছা ও ছেলে আক্তারুল ওয়ারিশ সূত্রে ওই জমির মালিক এবং দখলদার ছিলেন। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হলে তাদের অংশের জমি বিক্রয় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ শুরু করেন। ওই জমি ক্রয় করতে ইস্তাদুল হক আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নং রেজিষ্টি কবলা দলিল মূলে আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক জমির মধ্যে ১৬.৫০ শতক এবং আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমির মধ্যে ১৩.৫০ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক মোট-৪০ শতক জমি ইস্তাদুল হক ক্রয় করেন। জমি ক্রয়ের পর থেকে দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্তাদুল হক ওই জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষ-আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে গম ও কলার আবাদও করেছেন ইস্তাদুল হক।

তবে দীর্ঘ বছর পর ক্রয়কৃত ওই জমি নিজেদের শরীক দাবি করে কদর আলী ও তার ভাড়াটিয়া জাইদুল এবং ছাকাত ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমি নিয়ে ইতিপূর্বে কদর আলী মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে ২০১৩ সালে একটি মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৮৩/২০১৩। ২০১৭ সালের ২২ আগষ্ট চূড়ান্ত শুনানীতে মামলাটি খারিজ করে দেয় আদালত।

মামলাটি খারিজের পর ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর কিটনাশক স্প্রে করে গম এবং গত ৬ জানুয়ারি জমির সমস্ত কলা গাছ কেটে তছরুপও করে। এছাড়াও বর্তমানে প্রকাশ্যে ইস্তাদুল হককে হত্যা এবং জমি দখল করার হুমকি দিচ্ছে তারা। বর্তমানে ইস্তাদুল হকের দায়ের করা একটি মামলা সহকারী জজ আদালতে চলমান রয়েছে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৩৩/২৬।

ইস্তাদুল হক বর্তমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন এবং তিনি প্রশাসনের নিকট সু-বিচার দাবি করেছেন।

মেহেরপুরের গাড়াবাড়ীয়াতে জমি দখলে বাঁধা দেওয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ৪, ট্রাক্টরে অগ্নিসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার কুয়ারপাড় মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন— গাড়াবাড়ীয়া হলদে পাড়ার মৃত লালচাঁদের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম (৪৫), গাড়াবাড়ীয়া হাটপাড়ার কালামের ছেলে চঞ্চল আলী (৩৩), নজরুলের জামিরুল ইসলাম (৪০) ও হাসিবুল ইসলাম (৪৮)।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে জিয়ারুল ও চঞ্চলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সিহাব আলীর দাদা অবিশ্বিস আলী প্রায় ৪০ বছর আগে ওই ৪ বিঘা জমি আহতদের দাদার কাছে বিক্রি করেছিলেন।

তবে সম্প্রতি সিহাব আলী ওই জমির মালিকানা দাবি করে আসছিলেন।

ঘটনার সময় দুপুরে সিহাব তাঁর দলবল নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ ওই জমি দখল করতে যান। এ সময় স্থানীয়রা বাধা দিলে সিহাবের লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চারজন জখম হন।এদিকে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। একপর্যায়ে সিহাব আলীর একটি ট্রাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

এছাড়া সিহাবের ছোট ভাই প্রবাসী সাহেব আলীর ছেলে সাব্বির আহমেদকে পাশের সহগলপুর গ্রাম থেকে আটকে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

গাংনী থানা-পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে সাব্বিরকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। এলাকায় পুলিশ, বিজিবি, র্যাব মোতায়েন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় বলেন, উত্তেজিত গ্রামবাসী সাব্বির হোসেন নামের এক তরুণকে আটকে রেখেছিল, তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। অভিযুক্তদের আটকের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বজলুর রশিদ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, আলমডাঙ্গা আসাননগর গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের পুত্র বজলুর রশিদ থানায় অভিযোগ করেছেন যে, তার পিতার বৈধ সম্পত্তির উপর শতাধিক উর্দ্ধকাল যাবত তারা ৪ ভাই ও তিন বোন স্বত্ত্ব ভোগ দখল করে আসছে।

একক দখলভুক্ত জমির উপর বহু মূল্যবান মেহগনি গাছ, কাঠাল গাছ রোপন করিয়া তথায় বাগান তৈরী করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে ও ফলাদি গ্রহনে-ভক্ষণে অভিযুক্তগণও সর্বসাধারনের জ্ঞাতসারে আমরা ভোগ দখলে করে আসছি। গত ২০ই জুন সকাল ১০.০০ টার সময় তপশীল বর্ণিত বাগানের জমি জবর দখলের উদ্যেশ্যে বেআইনী শক্তির মহড়া দেখিয়ে রামদা, কোদাল, কোড়াল, গাসুয়া ও লাঠিশোটা ইত্যাদি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনধিকার প্রবেশ করিলে আমি আমার নিজস্ব লোকজনসহ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। অবৈধ দখলদাররা হলেন, একই গ্রামের অহিদুল মন্ডলের ছেলে নাজিবুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, এনামুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, চাঁদ আলী ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে জায়েদুল ইসলাম, সৌরত ইসলাম, এবং নাজিবুল ইসলামের ছেলে নান্নু।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে ৪৯৮/২০২৫ নং মামলা রুজু করেছে। আদালত তপশীল বর্ণিত জমিতে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলমডাঙ্গার উপর দখলী প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে সাময়িকভাবে অভিযুক্তগণকে তপশীল বর্ণিত জমিতে অনধিকার প্রবেশে বিরত থাকা নোটিশে অবগত করালেও অভিযুক্তগণ খানার নির্দেশ অমান্য করিয়া একর পর এক বসত বাড়ীর চারিপাশসহ তপশীল জমি জোর পূর্বক দখল করার জন্য অকথ্য তথা বিশ্রি ভাষায় গালি গালাজ, আমার জান মালের ক্ষতির সর্ব রকম প্রচেষ্টা চালায়। অভিযুক্তদের দ্বারা সার্বক্ষনিক অতংকিত ও ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় থাকে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানাকে বারংবার বজলুর রশিদ ও তার বড় ভাই মোঃ লিয়াকত আলী বলা সত্ত্বেও, অজ্ঞাত শক্তি ইশারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। কিংবা আদালতের আদেশে পুলিশী হস্তক্ষেপ অবমাননার কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ অতিঃ ম্যাজিঃ আদালতে কিংবা জুডিশিয়াল আদালতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। তপশীল জমির সহকারী কমিশনার ভূমির দখলী প্রতিবেদন তাদের অনুকুলে আছে বলে জানান। তিনি ও তার পরিবারবর্গ পুলিশী সার্বিক সহযোগীতা চেয়েছেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন ৮ নং ওয়ার্ড শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় কয়েকশো বছরের সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ স্থানীয় ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীনের বিরুদ্ধে। রাস্তার দু’পার্শ্বে পাকা বাড়ি নির্মাণ করায় রাস্তাটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রামের কৃষকরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না।

গ্রামবাসীরা জানান, শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় একটি ২০/২৫ ফিট সরকারি রাস্তা হিসেবে গ্রামবাসীরা ব্যবহার করতো প্রায় শত বছর ধরে। ওই রাস্তায় পার্শে রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন শ্যামপুরের জনৈক এক ব্যাক্তির কাছ থেকে ৫ শতাংশ করে জমি ক্রয় করেন। তবে জমি জরিপ না করেই ক্ষমতার দাপটে জনগণের একমাত্র রাস্তার অধিকাংশ জমি দখল করে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন ফারুক হোসেন। ফারুক হোসেনের দেখাদেখি রুহুল আমিনও বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। এত রাস্তায় ব্যবহ্রত বেশির ভাগ জমি দখল হয়ে গেছে।
বিষয়টি নিয়ে গ্রামে দফায় দফায় শালিশ বৈঠক হলেও জমির দখল ছাড়তে রাজি নন ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীন।

সরকারি রাস্তার জমি উদ্ধারে স্থানীয় আবুল কালাম আজাদ একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। কিন্তুু ক্ষমতার দাপটে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ অমান্য করেন রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন।

পরে আবারও ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করেন আবুল কালাম আজাদ। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সার্ভিয়ার ও গ্রাম পুলিশ দিয়ে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। সে মোতাবেক আজ বুধবার সকালে জমি জরিপ করেন সার্ভিয়ার। সে সময় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ রমজান আলী বলেন, আমাদের বাপ দাদাদের আমলের রাস্তা এটি। গ্রামের সব মানুষ মাঠের ফসল তোলা ও চলাচল করে। অথচ রুহুল ও ফারুক রাস্তার জমি অর্ধেক দখল করে নেয়। আবুল কালাম আজাদ জানান, গ্রামের শহিদুল, জামিরুল, বাবু ও লিখন জমি দখল করেছে এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আমার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শংকিত।
ফারক হোসেন বলেন, আমরা যখন বাড়ি নির্মাণ বা প্রাচীর নির্মাণ করেছি তখন মাপা হয়নি। অনুমানের ওপর করেছি। এখন দেখছি রাস্তার

জমি। তবে সরকারি জমি হলে আমি তা ছেড়ে দেবো।

স্থানীয় ইউপি সদস্য (সাবেক) ফাহিমা খাতুন জানান, রাস্তাটি শত বছরের পুরাতন। অথচ দখল হয়ে যাচ্ছে। জনস্বার্থে বেদখল হওয়া রাস্তা উদ্ধার হওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি জানান, এমন কোনো বিষয়ে আমার কাছে অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।